AKASHVANI (AIR)

RNU : KOLKATA

Bengali Text Bulletin

Date 27-10-2025 **Time: 7.50P.M.**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আগামীকাল থেকেই বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচী এসআইআর চালু হতে চলেছে। এই সমস্ত রাজ্যে ভোটার তালিকা আজ রাত ১২ টা থেকে ফ্রিজ করে দেওয়া হবে। আগামীকাল নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছে।

২) বিজেপি ভোটার তালিকা সংশোধনের অভিযানে সকলকে অংশ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।

৩) রাজ্য সরকার এক নির্দেশ জারি করে ৬৭ জন আইএএস এবং ৩১৫ জন WBCS আধিকারিককে বদলি করেছে।

৪) সুপ্রিম কোর্ট এরাজ্যে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার ব্যাপারে কেন্দ্রকে দেওয়া কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখেছে।

৫) বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় মন্থা ক্রমশ উত্তর উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

৬) চারদিনের ছট পুজোর তৃতীয় দিনে আজ অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে।

৭) ইডেনে রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট ম্যাচে বাংলা, গুজরাতের বিরুদ্ধে ২৮২ রানে এগিয়ে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে আগামীকাল থেকেই বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচী এসআইআর চালু হতে চলেছে। নির্বাচন কমিশন আজ জানিয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২ টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে এসআইআর করা হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার আজ নতুন দিল্লীর বিজ্ঞানভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান, এই ১২ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল – পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, গুজরাত, তামিলনাড়ু, কেরালা, পুডুচেরি, গোয়া, লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। দুই নির্বাচন কমিশনার ডক্টর সুখবীর সিং সান্ধু এবং ডক্টর বিবেক যোশীর উপস্থিতিতে ঐ সাংবাদিকে বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আরও জানান, ভোটার তালিকাকে স্বচ্ছ এবং নির্ভুল করে তোলার লক্ষ্যেই এসআইআর কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আরও জানান, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় ৫১ কোটি ভোটদাতা এসআইআর-এর আওতায় আসবেন। ধাপে ধাপে এই সংশোধন প্রক্রিয়া চালানো হবে। যেখানে যেখানে এসআইআর হতে চলেছে, সেখানকার ভোটার তালিকা আজ রাত ১২ টা থেকে ফ্রিজ করে দেওয়া হবে। রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে বুথ স্তরের আধিকারিক বিএলও-রা বর্তমান ভোটদাতাদের এনুমারেশন ফর্ম দেবেন। এই ফর্ম ছাপা ও বিএলও-দের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হবে আগামীকাল থেকে। চলবে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত। চৌঠা নভেম্বর থেকে চৌঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত এই এনুমারেশন প্রক্রিয়া চলবে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৯ ই ডিসেম্বর। ঐ দিন থেকে ২০২৬ এর ৮ ই

জানুয়ারি পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোনো অভাব অভিযোগ বা আপত্তি জানানো যাবে। ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত সেই সংক্রান্ত শুনানি ও যাচাই-এর কাজ চলবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২০২৬-এর ৭ ই ফেব্রুয়ারি।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, বিহারে সফল এবং স্বচ্ছভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ২০০২, তিন ও চারের ভোটার তালিকায় যে সমস্ত ভোটদাতা কিংবা তার বাবা মায়ের নাম ছিল, তাদের কোনো অতিরিক্ত নথি জমা দিতে হবে না।

জ্ঞানেশ কুমার এও বলেন, সংবিধান মেনেই এসআইআর করা হবে। তাই রাজ্য সরকারগুলিও এব্যাপারে পূর্ণ সহায়তা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বাইট ৫.১০

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, সিইও-দের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ভোটদাতাদের পরিচয় পত্র হিসাবে আধার সহ ১২ টি প্রামাণ্য নথি ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু যদি কোনো কারণে এর বাইরে কোনো নথিকে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করতে হয়, তাহলে তা নিয়ে আলোচনার দরজা খোলা আছে।

বাইট ডকুমেন্টস

বিজেপি, ভোটার তালিকা সংশোধনের গণতান্ত্রিক অভিযান এসআইআর-এ সকলকে অংশ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র নাম তোলার কাজ নয়,গণতন্ত্রের মেরুদন্ডকে সুরক্ষিত রাখার লড়াই। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে এই প্রক্রিয়াকে বিকৃত করছে।

শাসক দল তাদের ভুয়ো ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখতে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

শ্রী ভট্টাচার্য বলেন,এসআইআর প্রক্রিয়া পুরোপুরি স্বচ্ছ ও ডিজিটাল করার জন্য বিজেপি বারবার প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে। এই তালিকা ভুয়ো নাম মুক্ত করতে এবং গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখতে বিজেপি ঘরে ঘরে পৌঁছাবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এস আই আর নিয়ে শাসক দলের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বলেছেন, এস আই আরে খসড়া তালিকা তৈরি হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের তাতে কোনো আপত্তি থাকলে, তখন তারা তা জানাতে পারবেন।

সুকান্ত বাবু আজ জগদ্দল ও কাকিনারায় ছট পূজোর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন।

বাইট

অন্যদিকে এসআইআর ঘোষণার পর রাজ্য সরকার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক এসডিও , বিডিও সহ যে আধিকারিকদের বদলি করেছে তা নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই বলে বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া অভিযোগ করেছেন। তিনি আজ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়ে জানান, এই বদলি করে রাজ্য সরকার, কমিশনের নির্দেশিকা অমান্য করেছে।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচী ঘোষণার আগে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি কে অগ্রাহ্য করে নির্বাচন কমিশন, ভোটদাতাদের

ওপর এস আই আর চাপিয়ে দিয়েছে বলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার মন্তব্য করেন । তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ছট পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো সম্পন্ন হচ্ছে। উৎসবের পর এস আই আর ঘোষণা করা উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন শুভঙ্কর বাবু।

রাজ্যের মানুষের ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব সুরক্ষিত রাখতে প্রদেশ কংগ্রেস প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করবে বলে শুভঙ্কর বাবু জানিয়েছেন।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচী এস আই আর নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসার আগে নির্বাচন কমিশন আগামীকাল এক সর্বদলীয় বৈঠকে বসতে চলেছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পৌরহিত্যে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে রাজ্যের সব স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছে।

এদিকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল আগামী বুধবার রাজ্যের সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, বিধানসভা কেন্দ্রের ই আরও, এইআরও ও বুথ লেভেল আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন। এই ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে সব জেলাশাসকদের পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের অন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি বুথ লেভেল আধিকারিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশন আলাদাভাবে তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে বলেও জানা গেছে।

এসআইএর-এর ফলে প্রকৃত ভোটার যদি একজনও বাদ যায়, তাহলে বিজেপি সদস্য সমর্থকদের ধরে ধরে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন, বর্ধমান উত্তরের

তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নিশীথ মালিক। আজ বর্ধমানে দলীয় মিছিলের পরে শ্রী মালিক অভিযোগ করেন, এসআইআর করে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তার আশঙ্কা এর ফলে মতুয়াদের অনেকের নাম বাদ যাবে। বিজেপি বিধায়কের এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাদের নেত্রীকে খুশী করা।

রাজ্য সরকার প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে বড়সড় রদবদল করেছে। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর আজ এ সংক্রান্ত একাধিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইএএস পদমর্যাদার ৬৭ জন এবং ৩১৫ জন WBCS আধিকারিককে বদলির নির্দেশ দিয়েছে। এর মধ্যে আছেন, একাধিক জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকরা রয়েছেন।

অন্যদিকে, ১০ জন আইএএস আধিকারিককে অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটির পদ থেকে মহকুমাশাসকের পদে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই বদলি আগে থেকেই নির্ধারিত থাকলেও উৎসবের মরশুমে তা কার্যকর হয়নি বলে নবান্ন সূত্রে গেছে।

সুপ্রিম কোর্ট, এরাজ্যে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার ব্যাপারে কেন্দ্রকে দেওয়া কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখেছে । দুই বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ আজ জানিয়েছেন, হাইকোর্টের নির্দেশ মতই ১০০ দিনের কাজের টাকা বরাদ্দ করতে হবে কেন্দ্রকে। এর

ফলে MGNREGA প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘ দিনের জটিলতার অবসান হল বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় এই প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেয় কেন্দ্র।

কেন্দ্র – রাজ্য এই টানাপোড়েনে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন। পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই মামলায় যুক্ত হয়েছিলেন।

কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ , কেন্দ্রকে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের ওপর বিশেষ শর্ত আরোপ করা যাবে বলেও জানায় বেঞ্চ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্র।

চারদিনের ছট পুজোর তৃতীয় দিনে আজ অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে। দিনটি ‘সন্ধ্যা অর্ঘ্য’ নামেও পরিচিত। সূর্য যে আলো, উষ্ণতা এবং শক্তি প্রদান করে এর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। ভক্তরা আজ ঠেকুয়া, আখ, ফল এবং প্রদীপের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রসাদ, বাঁশের তৈরি ঝুড়িতে নিয়ে নদীর তীরে বা জলাশয়ে সমবেত হন। সন্তান এবং পরিবারের সমৃদ্ধি এবং মঙ্গল কামনা করেন তাঁরা। এরাজ্যের নানা প্রান্তের মানুষ’ও এই উৎসবে মেতে উঠেছেন।

চতুর্থ দিনে আগামীকাল , উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের পর ব্রত উদ্‌যাপন সমাপ্ত হবে।

ছট পুজো উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় montha ক্রমশ উত্তর- উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্থলভাগ অতিক্রম করার সময় এর গতিবেগ থাকতে পারে ঘন্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

একটি প্রতিবেদন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী প্রতিবারের মতোই কলকাতা বন্দরের তক্তা ঘাট থেকে আজ ছট পুজোর উদ্বোধন করেন। এরপরে তিনি দইঘাট পরিদর্শন করেন।

এছাড়া, ভার্চুয়াল মাধ্যমে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উৎসবের সূচনা করে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে সম্প্রীতির বার্তা দেন ।

কলকাতা পুরসভার মেয়র , পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন ।

উল্লেখ্য, নির্বিঘ্নে ছটপুজো পালন করতে কলকাতার তক্তাঘাট, দইঘাট, বাবুঘাট, বাজে কদমতলা সহ বিভিন্ন ঘাটে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা

হয়েছে। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকেও গঙ্গার ঘাটগুলিতে পুজো দিতে আসা মানুষ যাতে কোন অসুবিধায় না পড়েন, তারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইডেনে চার দিনের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট ম্যাচে বাংলা, গুজরাটের বিরুদ্ধে ২৮২ রানে এগিয়ে রয়েছে। তৃতীয় দিনে আজ গুজরাটের প্রথম ইনিংস ১৬৭ রানে শেষ হয়। অধিনায়ক মনন হিংরাজিয়া ৮০ রানে অপরাজিত থাকেন। বাংলার হয়ে শাহবাজ আহমেদ ৬ উইকেট নিয়েছেন, মহম্মদ শামি তিন উইকেট নিয়েছেন। এরপর বাংলা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ৬ উইকেটে ১৭০ রান করে। সুদীপ ঘরামি ৫৪ রান করেন। অনুস্তপ মজুমদার ৪৪ রানে, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ৭ রানে অপরাজিত আছেন। গুজরাটের হয়ে সিদ্ধার্থ দেসাই চার উইকেট নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বাংলা প্রথম ইনিংসে ২৭৯ রান করেছিলো।